শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

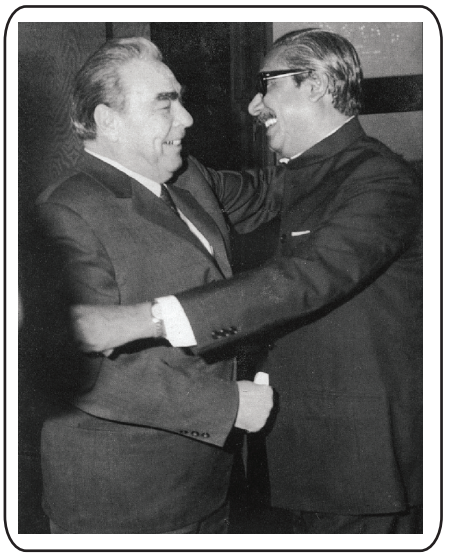

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সাথে বঙ্গবন্ধু

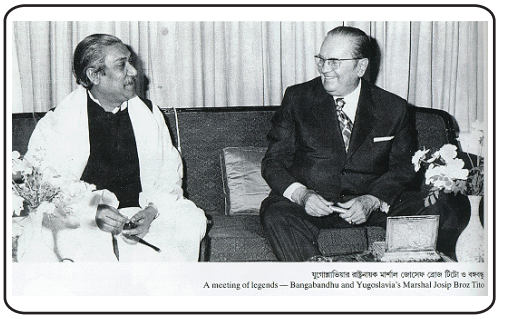

যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৪ সালের ১লা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। এর মাধ্যমে ১১৬টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন (ন্যাম), ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালসহ ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর

জফির সেতু

মোহাম্মদ শেখ সাদী

উম্মে হাবিবা

প্রণয় ভূঞাঁ

সৈয়দা ফারিহা লাহারিন

ফিরোজ আল ফেরদৌস

সফিকুল আলম বকশ

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক কীভাবে শিখন-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, শিক্ষক-সহায়িকায় সে-সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বাংলা বিষয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অর্জন-উপযোগী মোট সাতটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ধীরে ধীরে এসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ বইয়ের যাবতীয় শিখন-অভিজ্ঞতা পরিকল্পিত। কিছু ক্ষেত্রে পাঠের বিষয় এবং শিখন অভিজ্ঞতায় পূর্ববর্তী শ্রেণির কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রাখা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন অষ্টম শ্রেণির যোগ্যতাগুলোর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণির যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। একইসাথে পূর্ববর্তী শ্রেণিতে কোনো শিখন ঘাটতি থাকলে তাও পূরণ করার সুযোগ পায়।

পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি শিখন-অভিজ্ঞতার জন্য পৃথক পৃথক শিখন-কৌশল সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়া শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। এসব যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

বর্তমান শিক্ষাক্রম কেবল পাঠ্যবই-নির্ভর নয়। পাঠ্যবই এখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম; তবে একমাত্র মাধ্যম নয়। আমরা প্রত্যাশা করি, শিক্ষকগণ এই শিক্ষক-সহায়িকায় দেওয়া শিখন-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবেন।

সূচিপত্র

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন	১
শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা	৩
বাংলা বিষয়ে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা	৪
শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক	৫
নবম শ্রেণির জন্য ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পাঠ্যসূচি	৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ১: বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি (প্রথম অধ্যায়)	৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত ভাষা ব্যবহার করি (দ্বিতীয় অধ্যায়)	১১
শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: প্রায়োগিক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	১৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: বিবরণমূলক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	২০
শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: তথ্যমূলক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	২৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: বিশ্লেষণমূলক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	২৪
শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: কল্পনানির্ভর লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	২৫
শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: শব্দ (চতুর্থ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	২৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: বাক্য (চতুর্থ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	২৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: শব্দের অর্থ (চতুর্থ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৩০
শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: বানান ও অভিধান (চতুর্থ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৩৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি (পঞ্চম অধ্যায়)	৩৫
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: কবিতা (ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৪০
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: গল্প (ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৪৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: প্রবন্ধ (ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৫৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: নাটক (ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৫৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: আলোচনা করি ভিন্নমত বিবেচনায় নিই	৬১

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখি। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করি, আর এভাবেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগতের সাথে পরিচিত হই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল দিক হলো শিক্ষার্থীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনের বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটানো—যাতে শিখন সহজ, আনন্দময় ও অর্থবহ হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজে তাদের জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে পারে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং চারপাশের সাথে নিজেকে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। মোট চারটি ধাপে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের কার্যক্রম অনুশীলন করা হয়:

১. প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা: শিক্ষার্থী তার নিজের ধারণা কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ: পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থী আগের অভিজ্ঞতা যাচাই করবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন: বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজস্ব ধারণায় উপনীত হবে। শিক্ষক এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সরাসরি সহায়তা করবেন।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ: অর্জিত ধারণা কোনো নতুন বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন-পরিমার্জন করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য এই শিক্ষক সহায়িকায় যেসব শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার প্রতিটিতে এই চারটি ধাপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীরা যেন শ্রেণি-কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করা।

শ্রেণিকাজে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বাস্তবায়নে শিক্ষককে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনকে সম্পর্কিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করা। কাজেই শ্রেণিকাজ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর

সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিতে হবে।

- শিখন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণগুলো ব্যবহারের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন উল্লেখিত ৪টি ধাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দেখে, শুনে, পড়ে, লিখে এবং স্পর্শ করার মাধ্যমে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তারা যেন শিখন কাজে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটাতে পারে।
- একক, জোড়ায় বা দলীয় যে কোনো কাজে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এমন নির্দেশনা দেওয়া।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যেন নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়।
- শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে শিক্ষার্থীদের রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যা, তাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে কাজে লাগাবেন। একে অপরের সাথে নিজেদের বৈচিত্র্যময় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সবার শিখন উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুধুমাত্র শ্রেণিকাজ বা পাঠ্যবই নির্ভর নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও কাজ করার সুযোগ রাখবেন। পাঠের ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন।
- যে কোনো শিখন অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র লিখতে, পড়তে, বলতে বলা নয় বরং ভূমিকাভিনয়, উপস্থাপনা, প্রদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের জন্য কিছু পদ্ধতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সমন্বয় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কয়েকটি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পভিত্তিক শিখন	সমস্যাভিত্তিক শিখন	সহযোগিতামূলক শিখন	অনুসন্ধানমূলক শিখন
বিশ্লেষণমূলক শিখন	তথ্য-প্রমাণভিত্তিক শিখন	খেলাভিত্তিক শিখন	কুইজ
কেস-স্টাডি	ভূমিকাভিনয়	প্রদর্শন	দেয়ালপত্রিকা
জরিপ	সৃজনশীল লিখন	তথ্য যাচাই	অভিজ্ঞতা বিনিময়
বিতর্ক	দলগত আলোচনা	প্রশ্ন-উত্তর	ভূমিকাভিনয়

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার জন্য উল্লিখিত ৪টি ধাপে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি শিখন অভিজ্ঞতার নির্ধারিত কার্যক্রমে দলগত আলোচনা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, ভূমিকাভিনয়—এই ৩টি কৌশল একই সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

১. শিক্ষক বছরের প্রথম ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের জন্য একটি আলাদা খাতা তৈরি করতে বলতে পারেন।

২. শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর এক বা একাধিক শিখন-অভিজ্ঞতা দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের উপর পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিখন-অভিজ্ঞতাটি ভালোভাবে পাঠ করবেন এবং নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি নেবেন।

৩. শ্রেণিকাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন। যদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের ভিতরের বা বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তাদের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখবেন।

৪. বিশেষ প্রয়োজনে শিখন-অভিজ্ঞতার কার্যক্রমে সীমিত আকারে রদবদল করা যাবে। এ ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিখন-অভিজ্ঞতার সাথে নির্ধারিত যোগ্যতার মূল লক্ষ্য যাতে ঠিক থাকে সেটি খেয়াল রাখবেন।

৫. শ্রেণি কাজ পরিচালনার সময়ে তা প্রস্তাবিত সেশন/ক্লাস সংখ্যার চেয়ে কম-বেশি হতে পারে। সেশন সংখ্যা যাই হোক না কেন, শ্রেণিকাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

৬. দলীয় কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষের আসনগুলো পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

৭. জোড়ায় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে তা নিশ্চিত করবেন।

৮. দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময়ে যেসব বক্তব্য এক দল আগেই উপস্থাপন করেছে, সেসব বক্তব্য পরবর্তী দলের তুলে ধরার দরকার নেই। শিক্ষক হিসেবে আপনি পরবর্তী দলকে নতুন কিছু সংযোজনের নির্দেশ দেবেন। কোনো দলের উপস্থাপন নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনের শেষে তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন।

৯. একক বা দলীয় বিভিন্ন কাজ উপস্থাপনের সুযোগ যাতে শ্রেণির সব শিক্ষার্থী পায়, শিক্ষক সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। বিশেষভাবে একজন বা কয়েকজন শিক্ষার্থী যেন বারে বারে উপস্থাপনের সুযোগ না পায়।

১০. কিছু শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোর কাজ একই ধরনের। এগুলো একটানা করালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি ভাব তৈরি হতে পারে। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অনুক্রমে পরিবর্তন আনতে পারেন। প্রয়োজনে এক অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ করার পর অন্য অধ্যায়ের আরেকটি পরিচ্ছেদে যেতে পারবেন।

১১. কবিতার পরিচ্ছেদ নিয়ে কাজের সময়ে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি রেকর্ড করেও তাদের শোনানো যেতে পারে। এসব কাজের জন্য বিদ্যালয়ের বিশেষ ডিভাইস না থাকলে শিক্ষক নিজের স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে পাঠ্যবইয়ের যে কোনো রচনা বা অন্য সাহিত্য-রূপের জন্যও প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২. শিক্ষার্থীরা যাতে অভিধান, কোষগ্রন্থ ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করতে শেখে, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। শব্দের বানান, অর্থ ও পদ-পরিচয় দেখার জন্য কিংবা কবি-লেখকদের জীবনী জানার জন্য এসব সূত্রের প্রয়োজন হতে পারে।

১৩. সেশন পরিচালনার সময়ে কাজের ধাপ অনুসরণ করতে ও নমুনা উত্তর জানানোর সুবিধার্থে 'শিক্ষক সহায়িকা' সাথে রাখতে পারেন। তবে শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশ প্রদানের সময়ে সহায়িকাতে উল্লিখিত নমুনা নির্দেশনাগুলো হুবহু দেখে দেখে পাঠ করবেন না।

১৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো দৃষ্টি-প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-প্রতিবন্ধিতা, বাক-প্রতিবন্ধিতা, বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা শিখন-চ্যালেঞ্জ থাকলে শিক্ষক তাঁর নির্দেশনা এমনভাবে দেবেন যেন শিক্ষার্থী তার প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়ে না পড়ে। প্রয়োজন হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে যুক্ত করে দিতে পারেন, যাতে তারা পরস্পরের সহযোগিতায় শ্রেণিকাজ সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যাতে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যুক্ত করা যায়।

১৫. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, সে ব্যাপারে তাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন।

বাংলা বিষয়ে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা

ক্রম	যোগ্যতার বিবরণ
১	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারা।
২	ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিসরে সাবলীলভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।
৩	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর লেখা এবং একাধিক লেখা পড়ে বুঝে লেখার বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিচার করতে পারা।
৪	ব্যাকরণিক সূত্র, প্রমিত বানান ও ভাষারীতি মেনে যথাযথভাবে লিখতে/ প্রকাশ করতে পারা।
৫	ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাকে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিমত দ্বারা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারা এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিবেদনমূলক রচনায় রূপান্তরিত করতে পারা।
৬	সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে জীবন, সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট উপলব্ধিকে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা ও অন্য দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে পারা ও তুলনা করতে পারা।
৭	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা, ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ভুলকে সংশোধন করে উপস্থাপন করতে পারা।

শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক

ক্রম	শিখন অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা	বইয়ের পাঠ	মূল যোগ্যতা
১	বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি	৫	প্রথম অধ্যায়	যোগ্যতা ১
২	প্রমিত ভাষা ব্যবহার করি	৭	দ্বিতীয় অধ্যায়	যোগ্যতা ২
৩	প্রায়োগিক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৪	বিবরণমূলক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৫	তথ্যমূলক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৬	বিশ্লেষণমূলক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৭	কল্পনানির্ভর লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৮	শব্দ	২	চতুর্থ অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
৯	বাক্য	১	চতুর্থ অধ্যায়: ২য়পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১০	শব্দের অর্থ	৪	চতুর্থ অধ্যায়: ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১১	বানান ও অভিধান	২	চতুর্থ অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১২	বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি	৭	পঞ্চম অধ্যায়	যোগ্যতা ৫
১৩	কবিতা	১৮	ষষ্ঠ অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৪	গল্প	১১	ষষ্ঠ অধ্যায়: ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৫	প্রবন্ধ	৫	ষষ্ঠ অধ্যায়: ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৬	নাটক	৬	ষষ্ঠ অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৭	আলোচনা করি, ভিন্নমত বিবেচনায় নিই	৫	সপ্তম অধ্যায়	যোগ্যতা ৭
	মোট	৮৮		

- প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট এক/একাধিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- শ্রেণিকক্ষে কাজ পরিচালনায় শিখন অভিজ্ঞতায় প্রস্তাবিত সেশন সংখ্যার চেয়ে বেশি সেশন প্রয়োজন হতে পারে। আশা করা হচ্ছে যে বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির জন্য বছরব্যাপী বাংলা বিষয়ে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে সর্বমোট ১১২টি সেশন পাওয়া যাবে।

নবম শ্রেণির জন্য ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পাঠ্যসূচি

ষাণ্মাসিক

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ		সেশন সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: ধ্বনির উচ্চারণ	৭
	২য় পরিচ্ছেদ: শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ	
	৩য় পরিচ্ছেদ: লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি	
তৃতীয় অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: প্রায়োগিক লেখা	১৫
	২য় পরিচ্ছেদ: বিবরণমূলক লেখা	
	৩য় পরিচ্ছেদ: তথ্যমূলক লেখা	
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: বিশ্লেষণমূলক লেখা	
	৫ম পরিচ্ছেদ: কল্পনানির্ভর লেখা	
চতুর্থ অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: শব্দ	৯
	২য় পরিচ্ছেদ: বাক্য	
	৩য় পরিচ্ছেদ: শব্দের অর্থ	
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: বানান ও অভিধান	
পঞ্চম অধ্যায়	বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি	৭
মোট		৪৩

বার্ষিক

ষষ্ঠ অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: কবিতা	৪০
	২য় পরিচ্ছেদ: গল্প	
	৩য় পরিচ্ছেদ: প্রবন্ধ	
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: নাটক	
সপ্তম অধ্যায়	মত প্রকাশ করি ভিন্নমত বিবেচনা করি	৫
মোট		৪৫

বিশেষ নির্দেশনা:

- ষাণ্মাসিক ও বার্ষিকের জন্য যে ক্রমে অধ্যায়গুলো এখানে সন্নিবেশিত আছে, অনুরূপভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে। কেননা শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম একই ক্রমে পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে কবিতা ও গল্প নিয়ে কাজগুলো একই ধরনের হবার কারণে একটানা এগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি তৈরি হতে পারে। এ কারণে এ পরিচ্ছেদগুলোর কাজের মাঝে মাঝে অন্য পরিচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

প্রথম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১: বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ভিন্নতা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে ও প্রাসঙ্গিক থেকে যোগাযোগের উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে ভাববিনিময়মূলক ভাষায় যোগাযোগ করতে পারবে।

কৌশল : ছোটো দলে আলোচনা, সরব ও নীরব পাঠ, উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর, একক কাজ।
সেশন সংখ্যা : ৫
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ১ম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- অনুশীলনী ১.১ মাধ্যম ও উপকরণের ব্যবহার
- অনুশীলনী ১.১-এর ধারণায়ন অংশটি পড়া ও আলোচনা করা
- অনুশীলনী ১.২ যোগাযোগের নমুনা বিশ্লেষণ করা
- 'আগুনের পরশমণি' গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা
- অনুশীলনী ১.৩ বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করা

সেশন: ১

➢ অনুশীলনী ১.১ মাধ্যম ও উপকরণের ব্যবহার

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রথমে জুটিতে কাজ করার নির্দেশনা দেবেন। এরপর ধাপে তাদের ছোটো দল গঠন করতে সহায়তা করবেন। এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে তোমার পাশের বন্ধুটির সাথে আলোচনা করে পাঠ্যবইয়ের 'ক' ও 'খ' ছক দুটি পূরণ করো।
- এবারে ৪-৬ জনের দলে প্রত্যকে নিজ নিজ উত্তরগুলো উপস্থাপন করে নিজেদের লেখা উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করো।
- আলোচনা করার পর প্রয়োজন হলে নিজের উত্তর পরিবর্তন করতে পারো।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেবেন না বা সঠিক উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ অনুশীলনী ১.১-এর ধারণায়ন অংশটি পড়া ও আলোচনা করা

শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে এই অংশটি ক্লাসে সকলের সামনে এসে অথবা নিজের জায়গায় থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়ে শোনাতে বলবেন। এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা 'যোগাযোগের মাধ্যম ও উপকরণ' অংশটি এখন পড়বে, এর জন্য কয়েকজন সামনে এসে তোমাদের বন্ধুদের পড়ে শোনাবে।
- এখন আমরা যা পড়লাম তা নিয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষক আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নমালা থেকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন:

- প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কী? এর কিছু উদাহারণ দাও।
- লিখিত যোগাযোগ কী? এর কিছু উদাহারণ দাও।
- যান্ত্রিক যোগাযোগ কী? এর কিছু উদাহারণ দাও।
- যোগাযোগের কিছু উপকরণের নাম উল্লেখ করো।

➢ অনুশীলনী ১.২ যোগাযোগের নমুনা বিশ্লেষণ করা

শিক্ষক এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দলকে একটি করে যোগাযোগের নমুনা ১ থেকে ৪ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করতে দেবেন। এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এখন তোমরা প্রতি দলে একটি করে যোগাযোগের নমুনা বিশ্লেষণ করবে, তোমরা কোন দল কোন নমুনাটি আলোচনা করবে তা চিরকুটে লিখে লটারি করে নাও। (লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত একই নমুনা নিয়ে একাধিক দল কাজ করতে পারে)
- নমুনা আলোচনা করার জন্য প্রথমে নমুনাটি ভালো করে খেয়াল করে দেখো বা পড়ো, পড়ার পর নিজেরা আলোচনা করার মাধ্যমে প্রতি নমুনার নিচে দেওয়া ছকটি পূরণ করো।
- পূরণ করার পর নিজেদের মধ্যে একজনকে উপস্থাপন করার জন্য নির্বাচন করো।
- এবারে প্রতি দলের একজন উপস্থাপক এসে নিজেদের দলের করা বিশ্লেষণ ও ছকের উত্তরগুলো সকলের সামনে উপস্থাপন করো।
- উপস্থাপন শেষে বাকি দলের সদস্যদের প্রশ্ন করার পালা থাকবে।
- উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে প্রয়োজন হলে উত্তর পরিবর্তন করতে পারবে।
- আলোচনা করার জন্য সময় থাকছে মোট ১০ মিনিট এবং উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে মোট ৫ মিনিট।

আলোচনা চলার সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রতি দলের সাথে সময় দেবেন, কেউ অংশগ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ করলে তাকে সাহায্য করবেন; তবে পুরোপুরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামত দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের কোথাও কোনো ভুল থাকলে তা শুধরে দেবেন।

সেশন: ৩

শিক্ষক ক্লাসে নমুনা-৫ পড়ে শোনানোর জন্য কিছু শিক্ষার্থীকে ডাকবেন। তারা প্রত্যেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাবে ও বাকিরা নীরবে পাঠ করবে। এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- আমরা সবাই এখন নমুনা ৫-এর লেখক পরিচিতি ও 'আগুনের পরশমণি' লেখাটি পাঠ করব।
- তোমরা কয়েকজন সকলের উদ্দেশ্যে একটি করে অংশ পাঠ করে শোনাবে।
- বাকিরা নীরবে পাঠ করবে।
- তোমরা শব্দার্থ ও লেখক পরিচিতি নীরবে পড়ে নাও, এ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে হাত তুলে আমার কাছে জানতে চাইতে পারো।

➢ 'আগুনের পরশমণি' গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে ২-৩ মিনিটে শব্দের অর্থগুলো আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন। তারপর গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের সাথে বড়ো দলে আলোচনা করবেন, আলোচনা করার সময় মোট ২০ মিনিট। আলোচনার সুবিধার্থে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- 'আগুনের পরশমণি' কোন প্রেক্ষাপটে লেখা?
- এখানে চায়ের দোকানদার ইদ্রিস কেন বদিউলকে নিজে যেচে ঠিকানা বলে দিলো?
- ইদ্রিস কেন প্রায় দৌড়াচ্ছিল?
- মতিন সাহেবের উক্তি 'বাঘের পেটের ভেতর আছি' এর অর্থ কী?
- সুরমা কেন বদিউলকে চলে যেতে বললেন?
- বদিউলের দুর্বিনীত আচরণ দেখেও সুরমার কেন ভালো লেগেছিল বলে তুমি মনে করো?
- কেন মানা করার পরেও বদিউল ১ সপ্তাহ থাকবেই বলে জানাল?

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন:

- এখন তোমাদের নমুনা ৫-এর ছকটি নিজেরা পূরণ করবে; ছকটি পূরণ করার জন্য সময় ৫ মিনিট।
- ছকটির উত্তরগুলো কয়েকজন এসে উপস্থাপন করবে, বাকিরা উত্তরগুলো শুনে নিজেদের মতামত দেবে এবং প্রয়োজন হলে উত্তর পরিবর্তন করতে পারবে।

উপস্থাপন ও আলোচনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামত দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো শুধরে দেবেন।

সেশন: ৪

➢ অনুশীলনী ১.৩ বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করা

এই সেশন পরিচালনার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- দৈনন্দিন জীবনে আমাদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, আমাদের সবার ভালো থাকার জন্য এসব সমস্যার সমাধান করা জরুরি। আজকের সেশনে আমরা বাস্তব ক্ষেত্র থেকে এ রকম একটি সমস্যা চিহ্নিত করব এবং এর সমাধানের উপায় ঠিক করে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব।
- এই কাজটি করার জন্য তোমরা ৩-৪ জনের একেকটি দল গঠন করো।
- প্রত্যেক দল আলাদা আলাদাভাবে বিদ্যালয়ের বা এলাকার কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত করো।
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং কোন মাধ্যমে ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে হবে, তা আলোচনা করে ঠিক করো।
- এরপর যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করো।
- তোমাদের বইয়ের কিছু নমুনা বিষয় দেওয়া আছে চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত করতে পারো।
- কাজটি করার জন্য তোমাদের মোট সময় ৪০ মিনিট। কাজটি শেষ করতে সময় আরো বেশি প্রয়োজন হলে তোমরা দলে কাজ ভাগ করে নিয়ে বাড়িতেও কিছু কাজ করে আগামী দিন নিয়ে আসতে পারো। আগামী দিন প্রতি দলের কাজ সকলের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

সেশন: ৫

এই সেশন পরিচালনার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- তোমরা গত সেশনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যোগাযোগের পদক্ষেপ গ্রহণের কাজটি দলীয়ভাবে সম্পন্ন করেছিলে।
- আজকে তোমরা প্রতি দল থেকে একজন/দুজন উপস্থাপক সামনে এসে তাদের কাজটি সকলের সামনে উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন করার সময় মোট ১০ মিনিট।
- উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকছে যেখানে অন্য দলের সদস্যরা তাদের তোমাদের কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন কিংবা মতামত প্রকাশ করবে। এই আলোচনা পর্বের জন্য সময় থাকছে ৫ মিনিট।

শিক্ষক সবার উপস্থাপন দেখবেন এবং আলোচনা শেষ হবার পর নিজের মতামত প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের কোথাও কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত ভাষা ব্যবহার করি

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিসরে সাবলীলভাবে প্রমিত বাংলা ব্যবহার করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।
সেশন সংখ্যা : ৭
উপকরণ : বাংলা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

১ম পরিচ্ছেদ: ধ্বনির উচ্চারণ

- উচ্চারণ ঠিক রেখে 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পড়া, এর শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা
- অনুশীলনী ২.১.১ স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা
- অনুশীলনী ২.১.২ স্বরধ্বনির উচ্চারণ ঠিক করা

২য় পরিচ্ছেদ: শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ

- 'ফেরা' গল্পটি সরবে পড়া ও 'ফেরা' গল্পটির শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা
- অনুশীলনী ২.২.১ প্রমিত রূপ ও প্রমিত উচ্চারণে রূপান্তর করা
- অনুশীলনী ২.২.২ ভাষারূপের পরিবর্তন করা
- প্রমিত ভাষার ধারণায়ন
- অনুশীলনী ২.২.৩ আঞ্চলিক ভাষা থেকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর করা

৩য় পরিচ্ছেদ: লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি

- ‘প্রত্যুপকার’ গল্পটি সরবে পড়া ও গল্পটির শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা
- অনুশীলনী ২.৩.১ সাধু রীতির বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করা
- সাধু রীতির ধারণায়ন
- অনুশীলনী ২.৩.২ সাধু রীতির গদ্যকে প্রমিত রীতিতে রূপান্তর করা

সেশন: ১

- **উচ্চারণ ঠিক রেখে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটি পড়া, এর শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- কবিতাটি প্রত্যেকে প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৩ মিনিট। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- কবিতা পাঠের সময়ে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করো। এতে কী ধরনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য এবং অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাও।

নীরব পাঠ শেষে কবিতাটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের পাশের সহপাঠীর সাথে ভাগ করে জোড়ায় উচ্চারণ ঠিক রেখে সরব পাঠ করবে। এই পর্যায়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে সবার উচ্চারণের দিকে খেয়াল করবেন। কারো ভুল থাকলে ঠিক করে দিতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- এই কবিতাটিতে ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় যার আছে ভূরি ভূরি’—এর দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
- আমগাছের নিচে বসে সেই ব্যক্তির কেমন অনুভূত হয়েছিল বলে মনে করো?
- বাবুর দৃষ্টিকোণের কোথায় ভুল ছিল?
- ‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে’—এর দ্বারা কী অর্থ প্রকাশ পায়?

কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পুরো কবিতা বা কবিতা থেকে কিছু লাইন আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন এবং তারা আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির সময়ে সকলকে শব্দের উচ্চারণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে বলবেন এবং কোনো শব্দের উচ্চারণ যদি ভিন্নভাবে করতে হয় বলে তারা মনে করে সে ব্যাপারে মতামত জানাতে উৎসাহ দেবেন।

সেশন ২:

➢ অনুশীলনী ২.১.১ স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা ৩-৪ জনের ছোটো দলে ভাগ হয়ে নাও।
- এখন অনুশীলনী ২.১.১-এ দেওয়া নমুনার ভিত্তিতে ছকটি পূরণ করো। এই কাজের জন্য তোমাদের সময় ১০ মিনিট।

১০ মিনিট হয়ে গেলে শিক্ষক কিছু শিক্ষার্থীর দল থেকে প্রশ্ন ধরে ধরে উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন এবং পাশাপাশি তিনি সঠিক উত্তরগুলো বলে দেবেন। শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর উত্তরগুলো মিলিয়ে নিয়ে কোনো পরিবর্তন করা প্রয়োজন হলে উত্তর পরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন। এরপর শিক্ষক 'স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলো' নিয়ে আলোচনা করবেন।

সেশন ৩:

➢ অনুশীলনী ২.১.২ স্বরধ্বনির উচ্চারণ ঠিক করা

শিক্ষক পর্যায়ক্রমে সাতটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করাবেন: ই-এ-অ্যা-আ-অ-ও-উ। শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না, তা তাদের যাচাই করতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজে উচ্চারণ করে শোনাবেন।
অনুশীলনী ২.১.২-এর অন্তর্গত ছকে দেওয়া শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে উচ্চারণ ঠিক করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক তাদের উচ্চারণ শুনবেন এবং ঠিক করে দেবেন।

সেশন: ৪-৫

২য় পরিচ্ছেদ: শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ

➢ 'ফেরা' গল্পটি সরবে পড়া ও 'ফেরা' গল্পটির শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা কয়েকজন এবার উচ্চারণ ঠিক রেখে 'ফেরা' গল্পটি ১ প্যারা করে সকলের উদ্দেশ্যে সরবে পাঠ করবে।
- পাঠ করার পর সহপাঠীর সাথে শব্দার্থগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

এরপর শিক্ষক বড়ো দলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন, আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- গল্পের প্রেক্ষাপট কোনটি?

- এ গল্পে আলেফের মায়ের কেন মনে হয়েছিল আলেফকে সরকার ডাকবে? তোমাদের কী মনে হয় সরকার কী আসলেই আলেফকে ডেকেছিল? উত্তর না হলে কেন সেটা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে তোমরা মনে করো?
- আলেফের কেন বেনেপুর যাওয়া জরুরি ছিল?
- স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের দেশকে নিয়ে যেই স্বপ্ন ছিল তা কি বর্তমান বাংলাদেশের স্বরুপে বিদ্যমান হয়েছে? না হলে তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান থেকে দেশের জন্য কী করতে পারো?

শিক্ষক প্রশ্নগুলো করে সবাইকে সমানভাবে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে উৎসাহ দেবেন এবং যারা কথা কম বলছে তাদের দিকে মনোযোগ দেবেন এবং তাদের থেকে শুনতে চাইবেন।

➢ অনুশীলনী ২.২.১ প্রমিত রূপ ও প্রমিত উচ্চারণে রূপান্তর করা

এই কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য শিক্ষক নিম্নের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- ‘ফেরা’ গল্পের কথোপকথনে বহু আঞ্চলিক শব্দ আছে, তোমরা ৪-৫ জন মিলে ৪টি দলে ভাগ হয়ে যাও।
- এবার দলের মধ্যে আলোচনা করে ১৫টি আঞ্চলিক শব্দ নির্বাচন করে ছকের বাম কলামে লেখো।
- ছকের মাঝের কলামে লিখতে হবে এই শব্দ গুলোর প্রমিত রূপ এবং ডান দিকের কলামে লিখতে হবে এগুলোর প্রমিত উচ্চারণ।
- লেখার পর একজন উপস্থাপক এসে নিজেদের কাজটি সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে।
- এই কাজটি করার জন্য মোট সময় পাচ্ছ ১০ মিনিট।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ করার সময়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলে যাবেন, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন তবে তাদের কাজ তাদেরই করতে উৎসাহ দেবেন এবং উপস্থাপন শেষ হলে সবার সাথে আলোচনা করে কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন।

এর পরের অনুশীলনীর জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নের নির্দেশনা দেবেন:

- এখন তোমাদের পূর্বের দলগুলো ছেড়ে পুনরায় নতুন সদস্যের ৪-৫ জনের ৪টি দল গঠন করো।
- অনুশীলনী ২.২.২-এর কাজটির জন্য সকলে মিলে গল্পটি থেকে ১০টি বাক্য নির্বাচন করো।
- বাম দিকের কলামে আঞ্চলিক বাক্যগুলো লেখো এবং ডান দিকের কলামে প্রমিত রূপগুলো লেখো।
- এরপর একজন উপস্থাপক নির্বাচন করো যে আগের কাজটিতে উপস্থাপন করেনি তাকে উপস্থাপন করার দায়িত্ব দাও।
- এখন প্রতি দলের উপস্থাপক এসে তোমাদের উত্তরগুলো সবার সাথে শেয়ার করো। কাজটির জন্য মোট সময় ১০ মিনিট।

উপস্থাপন শেষে শিক্ষক সবার সাথে আলোচনা করে সব দলের উত্তরগুলো নিয়ে মতামত দেবেন ও কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষার্থীদেরকে আলোচনা শেষে প্রয়োজনে উত্তর পরিবর্তন করতে বলবেন।

সকলের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক 'প্রমিত ভাষা' ও 'কথ্য প্রমিত লেখ্য প্রমিত' অংশটি আলোচনা করবেন। এরপর অনুশীলনী ২.২.৩-এর জন্য নিম্নের নির্দেশনা দেবেন:

- অনুশীলনী ২.২.৩-এর জন্য তোমরা নিজেদের চারপাশের মানুষের কাছে শোনা কিছু আঞ্চলিক বাক্য সংগ্রহ করবে। এবং ছকের বাম কলামে লিখবে।
- তারপর ডান পাশের কলামে প্রমিত বাক্যে সেগুলোকে রূপান্তর করে লিখে পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসবে।

সেশন: ৬-৭

শিক্ষক গত সেশনের বাড়ির কাজটিকে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের ৪-৫টি দলে ভাগ হয়ে দলের সবার কাজ একে অপরের সাথে শেয়ার করতে ও মতামত দিতে বলবেন। কাজের সময়ে শিক্ষক প্রতি দলে ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সবার কাজ করা ছকটি মূল্যায়ন করে দেবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ: লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি

➢ 'প্রত্যুপকার' গল্পটি সরবে পড়া ও গল্পটির শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- গল্পটি কয়েকজন এসে সরবে পড়ো।
- বাকিরা নীরবে পড়বে এবং কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

পাঠ শেষে শিক্ষক সকলের সাথে শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- এই গল্পটি কোন ভাষারীতিতে লেখা, এমন ভাষারীতি কী বর্তমানে কোথাও ব্যবহার হতে দেখেছ?
- এই গল্পে 'যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণ রক্ষার্থে এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব, তাহা কখনও হইবে না' এই বাক্যের অর্থ কী?
- এই গল্পে যেভাবে প্রত্যুপকার করা হয়েছে তোমাদের বাস্তব জীবনে তোমরা কখনও এমন প্রত্যুপকারের সম্মুখীন হয়েছ? থাকলে এসে সবার সাথে সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করো।

➢ অনুশীলনী ২.৩.১ সাধু রীতির বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুশীলনী ২.৩.১-এর নির্দেশনা দেবেন:

- তোমরা এখন ৪-৫ জনের ৪-৫টি দলে ভাগ হয়ে যাও।
- 'প্রত্যুপকার' গল্প থেকে সাধু রীতির দশটি বাক্য বইয়ের ছকের বাম পাশে লেখা আছে এখন এইগুলোর প্রমিত রূপ কী রকম হবে তা নিয়ে আলোচনা করো এবং ছকের ডান দিকের কলামটি পূরণ করো। পূরণ করার জন্য সময় পাবে মোট ১০ মিনিট।

- আলোচনা ও লেখা শেষে একজন উপস্থাপক এসে নিজের দলের উত্তরগুলো সকলের সাথে শেয়ার করবে এবং বাকিরা মতামত দেবে।
- মতামতের ভিত্তিতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নিজেদের দলের উত্তরগুলো পরিবর্তন করতে পারো।

শিক্ষক উপস্থাপন ও মতবিনিময় শেষে শিক্ষার্থীদের কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষক প্রতি দলে গিয়ে সবার কাজ করার অগ্রগতি লক্ষ করবেন। কোনো শিক্ষার্থী না পারলে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন, তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

➢ সাধু রীতির ধারণায়ন

শিক্ষক সাধু রীতি নিয়ে লেখা বইয়ের অংশটি পড়ে শোনাবেন ও আলোচনা করবেন।

➢ অনুশীলনী ২.৩.২ সাধু রীতির গদ্যকে প্রমিত রীতিতে রূপান্তর

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুশীলনী ২.৩.২-এর কাজটি করার জন্য নিম্নের নির্দেশনা দেবেন:

- অনুশীলনী ২.৩.২-এ খেয়াল করো, ‘প্রত্যুপকার’ গল্পটি প্রমিত ভাষায় লিখতে বলা হয়েছে।
- খাতায় বা কাগজে লেখাটি এককভাবে সম্পন্ন করবে, এই কাজটি করার জন্য সময় পাবে ২০ মিনিট।
- লেখা শেষে নিজেদের কাজ সবার সাথে উপস্থাপন করবে এবং বাকিরা মতামত দেবে। একেক জন একেকটি অংশ পাঠ করবে এবং বাকিরাও সেই অংশগুলোর সঠিক উত্তর মিলিয়ে নেবে।

শিক্ষক উপস্থাপনের সময়ে সকলের মতামত বিনিময় শেষে নিজের মতামত যোগ করবেন এবং সঠিক উত্তরটি কোনটি তা নির্ধারণ করে দেবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: প্রায়োগিক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা প্রায়োগিক লেখার বৈচিত্র্য শনাক্ত করতে পারে এবং নিজেরা প্রায়োগিক লেখা তৈরি করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

১ম পরিচ্ছেদ: প্রায়োগিক লেখা

- অনুশীলনী ৩.১.১ প্রায়োগিক লেখার বৈচিত্র্য
- প্রায়োগিক লেখা: সংবাদ প্রতিবেদন
- অনুশীলনী ৩.১.২ পড়ে কী বুঝলাম
- অনুশীলনী ৩.১.৩ সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করি

সেশন: ১

➢ অনুশীলনী ৩.১.১ প্রায়োগিক লেখার বৈচিত্র্য

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা এখন অনুশীলনী ৩.১.১ এককভাবে করবে। এটির ছকটি পূর্ণ করার জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।
- কাজ করার সময়ে যে কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেবেন না বা সঠিক উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ প্রায়োগিক লেখা: সংবাদ প্রতিবেদন

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- নমুনা ১: ফলের গাছ লাগিয়ে সফল হাবিবুর রহমান এবং নমুনা ২: বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা লেখা দুটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ১০ মিনিট।
- পাঠ শেষে অনুশীলনী ৩.১.২-এর প্রশ্নগুলো প্রত্যেকে এককভাবে প্রস্তুত করবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন। সব শেষে শিক্ষক সংবাদ প্রতিবেদন নিয়ে ধারণামূলক অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা করবেন।

সেশন: ৩

➢ অনুশীলনী ৩.১.৩ সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করি

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ৩.১.৩-এর সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করার কাজটি করবে।
- এই কাজের জন্য তোমরা ৪-৫ জনের ছোটো দলে ভাগ হয়ে যাও।
- যে কোনো একটি বিষয় পছন্দ করে তোমরা সেই বিষয়টি নিয়ে কী রকম প্রতিবেদন লেখা যায় তা আলোচনা করো।

- আলোচনা করার জন্য মোট সময় ১০ মিনিট।
- আলোচনা শেষে নিজেরা এককভাবে একটি প্রতিবেদন লেখো। লেখার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- লেখা শেষে দলে একে অপরের মতামত নেবে এবং প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করবে। নিজের দলে মত বিনিময় করার সময় ১০ মিনিট।
- এবার প্রতি দল থেকে একজন এসে তাদের লেখাটি সকলের সামনে পড়ে শোনাবে। বাকিরা তাদের লেখাটি একটি সাদা কাগজে লিখে জমা দেবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন। লেখা উপস্থাপনের সময়ে শিক্ষক যথাযথ মতামত দেবেন। সম্ভব হলে সেদিন অথবা তাঁর পরের দিন তাদের লেখাটি পর্যবেক্ষণ করে মতামত দেবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: বিবরণমূলক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি প্রায়োগিক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।
সেশন সংখ্যা : ৩
উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

২য় পরিচ্ছেদ: বিবরণমূলক রচনা

- অনুশীলনী ৩.২.১ বিবরণমূলক রচনার বৈচিত্র্য
- অনুশীলনী ৩.২.২ পড়ে কী বুঝলাম
- অনুশীলনী ৩.২.৩ লেখা নিয়ে মতামত
- অনুশীলনী ৩.২.৪ বিবরণমূলক রচনার ধরন

সেশন: ১

➢ অনুশীলনী ৩.২.১ বিবরণমূলক রচনার বৈচিত্র্য

১ম ধাপ:

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে এককভাবে অনুশীলনী ৩.২.১-এর কাজ করবে। এককভাবে অনুশীলনী শেষ করার জন্য সময় ৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।
- কাজ করার সময়ে যে কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে

সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের দেওয়া মতামত শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনাটি প্রথমে প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ১০ মিনিট। পাঠের সময়ে কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও অন্য কোনো শব্দের অর্থ বা বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- নীরব পাঠ শেষে একটি একটি অনুচ্ছেদ করে কয়েকজন মিলে ক্রমান্বয়ে পুরো পাঠটি সরবে পড়া হবে। যাদের নাম বলব তারা যেন সরব পাঠ করে। এজন্য আগের বন্ধু কতটুকু পর্যন্ত পাঠ করেছে তা সবাই ভালো করে লক্ষ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো পাঠ সরবে পাঠ করাবেন। পূর্বের সেশনগুলোতে যারা সরব পাঠে অংশ নেয়নি বা কম নিয়েছে তাদেরকে দিয়ে সরব পাঠ করানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবেন।
- সরব পাঠের সময়ে সবাই শব্দের সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে পাঠ করার ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন এবং সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ 'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' রচনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা ও উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৩.২.২, একক ও জোড়ায় কাজ)

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৩.২.২ -এর প্রশ্নগুলো ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রত্যেকে এককভাবে প্রস্তুত করবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সঙ্গে কাজ বিনিময় করো এবং মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ৩

➢ **‘বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন’ রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত প্রদান করা এবং বিবরণমূলক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৩.২.৩ ও ৩.২.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাশের একজন বন্ধুর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং দুজনে মিলে অনুশীলনী ৩.২.৩-এর জন্য নিজেদের যে কোনো মতামত ও জিজ্ঞাসা উল্লেখ করো। এক্ষেত্রে কারো মতামতই বাদ দেওয়া যাবে না। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- অনুশীলনী ৩.২.৩ নিয়ে কাজ শেষে এককভাবে অনুশীলনী ৩.২.৪-এর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এজন্য সময় ১০ মিনিট। এ কাজের জন্য ‘বিবরণমূলক লেখা’ অনুচ্ছেদের সহায়তা নিতে পারবে।
- একক কাজ শেষে পুনরায় জোড়ার বন্ধুর সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো এবং দুজন মিলে আলোচনা করে উত্তর চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন। এরপর শিক্ষক ‘বিবরণমূলক রচনা’ অংশটি ব্যাখ্যা করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: তথ্যমূলক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি তথ্যমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

৩য় পরিচ্ছেদ: তথ্যমূলক রচনা

- অনুশীলনী ৩.৩.১ তথ্যমূলক রচনার বৈচিত্র্য
- অনুশীলনী ৩.৩.২ পড়ে কী বুঝলাম
- অনুশীলনী ৩.৩.৩ লেখা নিয়ে মতামত
- অনুশীলনী ৩.৩.৪ তথ্যমূলক রচনার ধরন

(সেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা ৪-এর সেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

তৃতীয় অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: বিশ্লেষণমূলক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

৪র্থ পরিচ্ছেদ: বিশ্লেষণমূলক রচনা

- অনুশীলনী ৩.৪.১ বিশ্লেষণমূলক রচনার উপকরণ
- অনুশীলনী ৩.৪.২ পড়ে কী বুঝলাম
- অনুশীলনী ৩.৪.৩ লেখা নিয়ে মতামত
- অনুশীলনী ৩.৪.৪ এটি কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা

(সেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা ৪-এর সেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

তৃতীয় অধ্যায়

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: কল্পনানির্ভর লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি কল্পনানির্ভর বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

৫ম পরিচ্ছেদ: কল্পনানির্ভর লেখা

- অনুশীলনী ৩.৫.১ কল্পনানির্ভর রচনার বৈচিত্র্য
- অনুশীলনী ৩.৫.২ পড়ে কী বুঝলাম
- অনুশীলনী ৩.৫.৩ লেখা নিয়ে মতামত
- অনুশীলনী ৩.৫.৪ এটি কেন কল্পনানির্ভর লেখা

(সেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা ৪-এর সেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

চতুর্থ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: শব্দ

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিভিন্ন ধরনের শব্দ শনাক্ত ও প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ২

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

১ম পরিচ্ছেদ: শব্দ

- অনুশীলনী ৪.১.১ বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের প্রয়োগ
- অনুশীলনী ৪.১.২ শব্দের লগ্নক
- অনুশীলনী ৪.১.৩ শব্দের লগ্নক খুঁজি

সেশন: ১

১ম ধাপ:

- অনুশীলনী ৪.১.১ বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের প্রয়োগ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ৪.১.১ বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ করার কাজটি এককভাবে করবে। এজন্য তোমাদের সময় ১০ মিনিট।
- করার পর পাশের বন্ধুর সাথে উত্তর মেলাবে, মেলানোর পর কোনো ভুল বের হলে প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারবে। অথবা কোনো অসুবিধা হলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। উত্তর মেলানোর জন্য সময় ৫ মিনিট।
- এরপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন একটি করে অংশের উত্তর উপস্থাপনের মাধ্যমে সকলের সাথে শেয়ার করবে।
- বাকিরা উত্তরের প্রেক্ষিতে মতামত দেবে, কোনো ভুল থাকলে উত্তরটি ঠিক করে নেবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন

করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ:

➢ অনুশীলনী ৪.১.২ শব্দের লগ্নক

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ৪.১.২-এর কাজটি এককভাবে করবে এই কাজটি করার জন্য সময় ৫ মিনিট।

লেখা শেষে শিক্ষক কুইক কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো শুনে নেবেন এবং সঠিক উত্তরটি জানিয়ে দেবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে 'শব্দের লগ্নক' অংশটি বড়ো দলে আলোচনা করবেন এবং ব্যাখ্যা করে দেবেন।

সেশন: ২

➢ অনুশীলনী ৪.১.৩: শব্দের লগ্নক খুঁজি

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের 'সাহিত্য-জগৎ' প্রত্যেকে নীরবে পড়ো এবং এটি থেকে বিভিন্ন ধরনের লগ্নক শনাক্ত করো। নীরব পাঠের সময় ১০ মিনিট।

(এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক লেখাটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লেখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

- এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। এরপর একসাথে আলোচনার মাধ্যমে অনুশীলনী ৪.১.৩-এর ছকের উত্তরগুলো তৈরি করো।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: বাক্য

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয়-বর্গ নির্ধারণ করতে পারে ও প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।
সেশন সংখ্যা : ১
উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- অনুশীলনী ৪.২.১ উদ্দেশ্য ও বিধেয় খুঁজি
- অনুশীলনী ৪.২.২ বাক্যের শব্দ ও শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করি
- অনুশীলনী ৪.২.৩ বিভিন্ন ধরনের বর্গ খুঁজি

সেশন: ১

➢ অনুশীলনী ৪.২.১ উদ্দেশ্য ও বিধেয় খুঁজি

১ম ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা পাঠ্যবই এর অনুশীলনী ৪.২.১-এর কাজটি এককভাবে করো, কাজটি করার জন্য সময় মোট ১০ মিনিট।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর জানতে চাইবেন এবং নিজের মতামত দেবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- একজন এসে সবার সামনে 'উদ্দেশ্য ও বিধেয়' পরিচ্ছেদটি সরবে পাঠ করে শোনাও।
- পাঠ শেষে তোমাদের এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে প্রশ্ন করো।
- এবার অনুশীলনী ৪.২.২ থেকে 'বাক্যের শব্দ ও শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করি' এই অংশটি দেখো।
- নিচের বাক্যগুলো থেকে বর্গ আলাদা করো।
- বর্গ আলাদা করার পর তোমার পাশের বন্ধুর সাথে আলোচনা করে মিলিয়ে নাও, কোনো ভুল থাকলে ঠিক করে নাও, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। এই কাজটি করার জন্য মোট সময় ১০ মিনিট।

এ পর্যায়ে শিক্ষক বোর্ডে বাক্যগুলো লিখে ‘বর্গ’ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং এর প্রকারভেদগুলো ব্যাখ্যা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের বলবেন:

- এবার তোমরা অনুশীলনী ৪.২.৩ থেকে ‘বিভিন্ন ধরনের বর্গ খুঁজি’ কাজটি এককভাবে করো। কাজটি করার জন্য সময় মোট ১০ মিনিট।
- লেখা শেষে প্রত্যেকটি বাক্যের উত্তর একজন করে আমাদেরকে বলবে আর বাকিরা মতামত দেবে।

এই পর্যায়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে সবার কাজ করা দেখবেন, কোনো শিক্ষার্থী নির্দেশনা না বুঝে থাকলে তাকে পুনরায় বুঝিয়ে দেবেন; তবে পুরোপুরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তরগুলো শুনে নিজের মতামত দেবেন এবং সঠিক উত্তরটি নির্ধারণ করে দেবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: শব্দের অর্থ

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা শব্দের অর্থ, প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে ও পদ্যকে গদ্যে রূপান্তর করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- অনুশীলনী ৪.৩.১ প্রতিশব্দ বসাই
- অনুশীলনী ৪.৩.২ গদ্যে রূপান্তর করি
- অনুশীলনী ৪.৩.৩ বিপরীত শব্দ লিখি
- অনুশীলনী ৪.৩.৪ বিপরীত শব্দ বসাই

সেশন: ১

১ম ধাপ

- অনুশীলনী ৪.৩.১ প্রতিশব্দ বসাই

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- সবাই পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ৪.৩.১-এর অনুচ্ছেদটি পড়ো। অনুচ্ছেদটির কিছু কিছু জায়গায় প্রতিশব্দ হিসেবে কিছু বিকল্প শব্দ রয়েছে। এসব বিকল্প শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করে অনুচ্ছেদটি আবার লেখো। প্রয়োজনে ঐসব জায়গায় অন্য প্রতিশব্দও ব্যবহার করতে পারো। এই কাজটি করার জন্য তোমাদের মোট সময় ১০ মিনিট।
- এবার ৪-৫ জনের ছোটো দল গঠন করো। এবং সবাই নিজের পুনরায় লেখা অনুচ্ছেদটি সবার সাথে উপস্থাপনের মাধ্যেমে শেয়ার করো।
- উপস্থাপনের পর সকলের মতামত নিয়ে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের প্রতিশব্দ শিখি অংশটি সবাই নীরবে পড়ো এবং পড়ার পর আমরা একটি মজার খেলা খেলবো। পড়ার জন্য সময় ১০ মিনিট।
- খেলার জন্য দুটি বড়ো দলে ভাগ হয়ে যাও।
- এবার আমি বোর্ডে দুই দলের স্কোর লিখব, একটি শব্দ আমি বলবো, তোমরা দুই দল থেকে হাত তুলে এর প্রতিশব্দ বলবে, প্রতিটি শব্দের জন্য যে দল যত বেশি সংখ্যক প্রতিশব্দ সঠিকভাবে বলতে পারবে আমি সে দলকে ১ করে নম্বর দেবো।

শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন ১০ মিনিট এবং এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাটি খেলার পর যে কোনো একটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন। তবে অন্য দলও ভালো খেলেছে এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাবেন। খেলাটি খেলার জন্য সময় ২০ মিনিট।

সেশন: ২

➢ অনুশীলনী ৪.৩.২ গদ্যে রূপান্তর করি

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা কেউ একজন এসে লেখক পরিচিতির অংশটি সরবে পাঠ করো।
- এরপর কয়েকজন মিলে 'কান্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতাটির একটি করে অংশ আবৃত্তি করবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক কবিতাটির বিষয়বস্তু নিয়েও শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।)
- তোমরা এখন কয়েকটি ছোটো দল গঠন করো।
- নিজেদের দলের সাথে আলোচনা করে 'কান্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতাটিকে প্রতিশব্দ ব্যবহার করে কবিতাটিকে গদ্যে রূপান্তর করবে। আলোচনা করার পর সকলে নিজ নিজ খাতায় গদ্যে রূপান্তরের কাজটি করবে। প্রয়োজনে বাংলা অভিধান ব্যবহার করো। (শিক্ষক ক্লাসে কয়েকটি বাংলা অভিধান রাখবেন)
- লেখা শেষে প্রতি দল থেকে ১ জন এসে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে।
- বাকিরা কোথায় আরো কী কী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যেত সেই বিষয়ে মতামত দেবে।

শিক্ষকও এই পর্যায়ে নিজের মতামত দেবেন এবং সকলের লেখার প্রশংসা করবেন।

সেশন: ৩-৪

➢ অনুশীলনী ৪.৩.৩ বিপরীত শব্দ লিখি

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- তোমরা কেউ একজন এসে লেখক পরিচিতির অংশটি সরবে পাঠ করো।

- এবং একজন এসে ‘জন্মভূমি’ কবিতাটি আবৃত্তি করবে। আবৃত্তি করার পর শিক্ষক কবিতাটির বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

এ পর্যায়ে শিক্ষক ‘বিপরীত শব্দ’ নিয়ে অনুচ্ছেদটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে বড়ো দলে আলোচনা করবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন। এরপর বলবেন:

- এখন লক্ষ করো, বিপরীত শব্দের একটি ছক তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দেওয়া আছে। তোমরা নিজেরা এই ছকটি ভালো করে পড়ো এবং পড়া শেষ হলে পাশের বন্ধুর সাথে একে অন্যের সাথে এই শব্দ ও তাঁর বিপরীত শব্দগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবে।
- তোমরা এখন অনুশীলনী ৪.৩.৪-এর কাজটি এককভাবে করবে, এই কাজটি করতে উপরের ছক কিংবা আমার কাছ থেকে অভিধান নিয়ে অভিধানের সাহায্য নিতে পারো।
- লক্ষ করো, এই অনুচ্ছেদে হ্যাঁ-বাচক বাক্যগুলোকে না-বাচক আর না-বাচক শব্দগুলোকে হ্যাঁ-বাচকে রূপান্তর করতে হবে।
- এই কাজটি এককভাবে করবে এবং এরপর পাশের বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দেখবে, মেলানোর পর কোনো ভুল থাকলে প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করে নিতে পারো। একক কাজ ও বন্ধুর সাথে মেলানোর সময় মোট ১০ মিনিট।
- এরপর কয়েকজন এসে তাদের উত্তরটি সবার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করবে আর বাকিরা মতামত দেবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: বানান ও অভিধান

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা অভিধানের ধারণা অনুযায়ী বর্ণানুক্রম ও শব্দের সঠিক বানান নির্ধারণ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ২

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, অভিধান, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- অনুশীলনী ৪.৪.১ বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাই
- অনুশীলনী ৪.৪.২ অভিধানে শব্দ খুঁজি
- অনুশীলনী ৪.৪.৩ ভুক্তি তৈরি করি

সেশন: ১

➢ অনুশীলনী ৪.৪.১ বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাই

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাশের একজন বন্ধুর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৪.৪.১ অনুযায়ী ছকের এলোমেলো শব্দগুলো অভিধানের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজাও। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে ও বাকিরা নিজেদের কাজের সাথে মিলিয়ে নেবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে। (শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন জোড়া থেকে বর্ণানুক্রমে ছকের একটি করে শব্দ শুনতে চাইবেন। বাকি শিক্ষার্থীরা যেন উপস্থাপনের সময়ে নিজেদের সাথে মিলিয়ে নেয় সে নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন ও মতামত প্রদান শেষে শিক্ষক নিজের মতামত দেবেন যেন তারা সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।)
- পরবর্তী সেশনের আগে প্রত্যেকে 'জিগীষা' গদ্যাংশটি পড়ে আসবে। এতে লাল রঙে চিহ্নিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ কী হতে পারে তা অনুসন্ধান করে নিয়ে আসবে। এ কাজের জন্য বাংলা অভিধানের সহায়তা নেবে। কারো বাড়িতে অভিধান না থাকলে অনলাইন থেকে বাংলা অভিধানের পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে পারো। এছাড়া অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোনেও বাংলা অভিধান ডাউনলোড করতে পারো।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়।

সেশন: ২

➢ অনুশীলনী ৪.৪.২ অভিধানে শব্দ খুঁজি

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'জিগীষা' গদ্যাংশ থেকে লাল রঙে চিহ্নিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ প্রত্যেকে যে কাজ করে এনেছ তা দলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- দলে আলোচনা শেষে যে কোনো একটি দল নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে অন্য দলের সদস্যরা নিজেদের কাজের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে ভিন্নমত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন ও মতামত প্রদান শেষে আলোচনার মাধ্যমে শব্দগুলোর সঠিক অর্থ শনাক্ত করতে তাদের সাহায্য করবেন। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে একটি বাংলা অভিধান এনে কোনো শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য কীভাবে অভিধান ব্যবহার করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে দেখাবেন।

➢ অনুশীলনী ৪.৪.৩ ভুক্তি তৈরি করি

সকলের উপস্থাপন শেষ হয়ে গেলে, শিক্ষক 'অভিধানের ভুক্তি' নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে বড়ো দলে আলোচনা করবেন, দরকার হলে বোর্ডে লিখে লিখে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সাহায্য করবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বলবেন:

- আশা করি তোমরা এখন সকলেই ভুক্তি কী তা ভালোভাবে বুঝে গিয়েছ, চলো এখন আমরা অনুশীলনী ৪.৪.৩-এর কাজটি এককভাবে করি।
- তোমরা তোমাদের লিখে আনা শব্দের মধ্যে থেকে যে কোনো ২টি শব্দের ভুক্তি তৈরি করবে। এটি একটি একক কাজ, এবং এর জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- এরপর ভুক্তিগুলো যথাযথ হলো কিনা, তা নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করবে।

শিক্ষক ক্লাসের আলোচনায় একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। সকলকের একে অপরের কাজ নিয়ে মতামত দিতে বলবেন এবং সবশেষে নিজের মতামত দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো সংশোধন করে দেবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখি

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিবরণমূলক লেখা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। তারা ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাকে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিমত দ্বারা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিবেদনমূলক রচনায় রূপান্তরিত করতে পারবে।

কৌশল : একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, সরব পাঠ, নীরব পাঠ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন, অ্যাসাইনমেন্ট।

সেশন সংখ্যা : ০৭

উপকরণ : বাংলা বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ/ পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- ছবির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা এবং প্রদত্ত ছবির বিবরণ প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৫.১ একক কাজ, দলীয় কাজ)
- প্রস্তুতকৃত বিবরণ নিয়ে দলে পর্যালোচনা করা এবং উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৫.১ দলীয় কাজ)
- বিবরণমূলক লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা ও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিবরণ প্রস্তুত করা (দলীয় কাজ)
- বিশ্লেষণমূলককলেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রস্তুত করা (একক কাজ)
- বিশ্লেষণমূলক লেখা নিয়ে অন্যের মতামত পর্যালোচনা করা (জোড়ায় কাজ ও একক কাজ)
- বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য যাচাই করা (একক কাজ, দলীয় কাজ)
- বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করা (একক কাজ)

সেশন: ১

- **ছবির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা এবং প্রদত্ত ছবির বিবরণ প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৫.১ একক কাজ, দলীয় কাজ)**

- শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:
- 'বিবরণমূলক রচনা লিখি' অনুচ্ছেদে দেওয়া চারটি ছবি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো। ছবিগুলোতে কী বোঝানো হয়েছে, এর বিষয়বস্তু কী এগুলো মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে শেষে জানাবে।

- এরপর দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো ছবিগুলো দেখে তুমি কী বুঝতে পেরেছ তা নিজেরা আলোচনা করো।
- চারটি ছবিতে কী কী বোঝানো হয়েছে তা নিজের মতো করে খাতায় লেখো।
- লেখা শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষক অবশ্যই খেয়াল রাখবেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক প্রয়োজন মনে করলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে পারেন।

সেশন: ২

➢ প্রস্তুতকৃত বিবরণ নিয়ে দলে পর্যালোচনা করা এবং উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৫.১ দলীয় কাজ)

- এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন এবং দলগঠনের সময়ে একই শিক্ষার্থী প্রতিদিন একই দলে যেন না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীদের দলের সুন্দর একটি নাম দিতে পরামর্শ দেবেন। দলের নাম যেন ফুল, ফল, প্রকৃতি, বৃক্ষ ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় খেয়াল রাখবেন।
- তোমরা গত সেশনে ছবির বিবরণ নিয়ে যে কাজ করেছ তা দলের বন্ধুদের পড়তে দাও। এরপর একে অপরের লেখা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের লেখা পরিমার্জন করবে।
- এবার দলে প্রত্যেকের খাতার লেখা সমন্বয় করে সাদা কাগজে/পোস্টার পেপারে লিখবে।
- এরপর প্রতি দল থেকে একজন ছবির বিবরণ সরবে পাঠ করে শোনাবে। ছবির বিবরণ নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে সরব পাঠ শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষক অবশ্যই খেয়াল রাখবেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক প্রয়োজন মনে করলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে পারেন।

সেশন: ৩

➢ বিবরণমূলক লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা করা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিবরণ প্রস্তুত করা (দলীয় কাজ)

সেশন ৩-এর কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো প্রদান করবেন:

- বিবরণমূলক লেখার বিবেচ্য বিষয়গুলো প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। (এরপর ২/৩ জনকে সরবে পাঠ করতে বলুন। পড়া শেষে কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করুন। চারটি ছবির বিবরণ লেখার জন্য তাতে ছবি-১, ছবি-২, ছবি-৩, ছবি-৪ লিখে দল অনুযায়ী চিরকুট তৈরি করুন শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য। এবারে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলের একজন প্রতিনিধি একটি করে চিরকুট নেবে।)

- এবার প্রতিদল তাদের চিরকুটে লেখা ছবির ওপর ২৫০-৩০০ শব্দের বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করো। এক্ষেত্রে বিবরণমূলক লেখার বিবেচ্য বিষয়গুলো মাথায় রাখবে এবং নমুনা লেখাটি দেখে নিতে পারো।
- লেখার অবশ্যই শিরোনাম দেবে এবং দলের সবার মতামতের ভিত্তিতে শিরোনাম ঠিক করবে।
- লেখা শেষে দল থেকে একজন পোস্টার পেপারে কাজটি উপস্থাপন করবে।
- তোমার লেখা সম্পর্কে অন্যদের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখে প্রয়োজনে লেখায় সংযোজন/বিয়োজন করতে পারো।
- কেউ যদি আজকের সেশনের সময়ের মধ্যে শিরোনামসহ ছবির বিবরণ শেষ করতে না পারো তবে বাড়িতে বসে শেষ করতে পারবে। তবে পরবর্তী সেশনের আগে অবশ্যই নিজ দলের লেখা শেষ করে আনবে।
- এ কাজটি অন্য ব্যক্তি বা বইয়ের সাহায্য ছাড়া একেবারেই নিজেদের ধারণা থেকে তা নিজের ভাষায় করবে। পরবর্তী ক্লাসে সেশন শুরুর আগেই শিক্ষকের কাছে কাজটি জমা দেবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষক অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

সেশন: ৪

➢ বিশ্লেষণমূলকলেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রস্তুত করা (একক কাজ)

অনুশীলনী ৫.২-এর কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। কাজটি শুরু করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। নমুনা রচনাটিও ভালোভাবে দেখে নিতে বলবেন।

- তোমরা বিশ্লেষণমূলক লেখার বিবেচ্য বিষয়গুলো ভালোভাবে নীরবে পড়ো।
- বিশ্লেষণমূলক লেখার বিবেচ্য বিষয়গুলো তোমাদের খাতায় লেখো। (লেখা শেষে কয়েকজনকে সরব পাঠ করতে বলুন।)
- বিশ্লেষণমূলক লেখার নমুনা লেখাটি সবাই নীরবে পড়ো। (পড়াশেষে কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করুন।)
- লটারির মাধ্যমে কে কোন বিষয়ে লিখবে তা শিক্ষক আগেই চিরকুট তৈরি করে রাখবেন।
- এবার ঐ একই বিষয়ের উপর অনুশীলনী ৫.২ অনুযায়ী ২০০ শব্দের একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো। লেখা তৈরি করার আগে প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহ করো। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট, পত্রিকা, বই, অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো। এই কাজটি তোমরা বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসবে। এটি একটি অ্যাসাইনমেন্ট। তাই এই কাজটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে আলাদা সাদা কাগজে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

সেশন: ৫

➢ বিশ্লেষণমূলক লেখা নিয়ে অন্যের মতামত পর্যালোচনা করা (জোড়ায় কাজ ও একক কাজ)

আগের সেশনে দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট শ্রেণিতে উপস্থাপন করার নির্দেশনা দেবেন। এক্ষেত্রে অ্যাসাইনমেন্ট লেখায় কোনো ত্রুটি থাকলে শিক্ষক কীভাবে লিখতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো প্রদান করবেন:

- তোমার অ্যাসাইনমেন্টটি তোমার পাশের বন্ধুকে পড়তে দাও। বন্ধুর পড়া শেষে তার মতামত সংগ্রহ করে লিখে রাখো।
- মতামতের ভিত্তিতে কোনো সংশোধন করার প্রয়োজন হলে আলাদা একটি সাদা কাগজে লিখে নাও। অ্যাসাইনমেন্ট এর সাথে আলাদা কাগজটি জমা দেবে।
- এবার অ্যাসাইনম্যান্ট জমা দেয়ার আগে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করো।
- ক্লাস ক্যাপ্টেন অ্যাসাইনম্যান্ট জমা নেবে। শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

সেশন: ৬

অনুশীলনী ৫.৩

➢ বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য যাচাই করা (একক কাজ, দলীয় কাজ)

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীদের কেউ যদি পত্রিকা সংগ্রহ না করতে পারে, সেক্ষেত্রে শিক্ষক সহযোগিতা করতে পারেন।

- কোনো একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে একটি বিবরণমূলক ও একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা চিহ্নিত করো এবং লেখা দুটি কেটে তোমার খাতায় বা আলাদা কাগজে আঠা দিয়ে লাগাও। (আঠা দিয়ে লাগানোর বিষয়টি শিক্ষার্থীরা বাসায়ও করতে পারবে।)
- সংগৃহীত লেখাটি কেন বিবরণমূলক রচনা? খাতায় লেখো।
- সংগৃহীত লেখাটি কেন বিশ্লেষণমূলক রচনা? খাতায় লেখো।
- এবার দলে ভাগ হয়ে তোমার যুক্তি বন্ধুর সাথে শেয়ার করো এবং তাদের মতামত নাও।
- মতামত নেওয়া শেষে নিজের কাজ উপস্থাপন করো।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। যেসব শিক্ষার্থী নিজে থেকে উপস্থাপন করতে চায় না তাদের উপস্থাপন করতে বলবেন।

সেশন: ৭

অনুশীলনী ৫.৪

➢ বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করা (একক কাজ)

বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরির জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। নিচে কিছু নমুনা বিষয় দেওয়া আছে। শিক্ষক নমুনা বিষয়ের সাথে আরো নতুন বিষয় সমন্বয় করতে পারবেন। দুটো রচনা যেহেতু একটি সেশনে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় তাই যে কোনো একটি কাজ শ্রেণিতে সম্পন্ন করাবেন। অন্য কাজটি বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

কাজ-১

- নিচের তালিকা থেকে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে একটি বিবরণমূলক রচনা লেখো।
- কাজ শেষে পাশের বন্ধুর সাথে পরস্পরের লেখা নিয়ে আলোচনা করো। বন্ধুর কোনো মতামত থাকলে তাকে খাতায় লিখতে বলবে। প্রয়োজনে নিজের লেখা সংশোধন করবে।

কাজ-২

- যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো। (বাড়ি থেকে লিখে আনবে)

নমুনা বিষয়:

১. ভাষা ও সাহিত্য উৎসব
২. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
৩. নববর্ষ উদ্‌যাপন
৪. বিজ্ঞানমেলা
৫. পিঠা উৎসব
৬. শিশুদিবস
৭. নজরুল জয়ন্তী
৮. রবীন্দ্র জয়ন্তী

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। যেসব শিক্ষার্থী নিজে থেকে উপস্থাপন করতে চায় না তাদের উপস্থাপন করতে চায় না বা সংকোচ বোধ করে তাদের উপস্থাপন করতে বলবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: কবিতা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের নমুনা হিসেবে কবিতার মাধ্যমে জীবন, সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপলব্ধিকে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।

সেশন সংখ্যা : ১৮

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম: কবিতা

- নিজের ভাষায় কবিতা লেখা, কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং কবিতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১; একক কাজ)
- স্বরচিত কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া এবং কবিতা আবৃত্তি করা

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ১

- ‘পল্লি-মা’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.২; জোড়ায় কাজ)
- ‘পল্লি-মা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৩; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ২

- ‘কবর’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.৪; জোড়ায় কাজ)
- ‘কবর’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৫; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৩

- ‘বৃষ্টি’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.৬; জোড়ায় কাজ)

- ‘বৃষ্টি’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৭; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৪

- ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.৮; জোড়ায় কাজ)
- ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৯; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৫

- ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.১০; জোড়ায় কাজ)
- ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১১; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৬

- ‘স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.১২; জোড়ায় কাজ)
- ‘স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১৩; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৭

- ‘বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.১৪; জোড়ায় কাজ)
- ‘বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১৫; দলীয় কাজ)
- ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের প্রদত্ত সকল কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই এবং নিজের ভাষায় কবিতা লেখার প্রস্তুতি নেওয়া (অনুশীলনী ৬.১.১৬; একক কাজ ও দলীয় কাজ)
- নিজের ভাষায় লেখা কবিতা চূড়ান্তকরণ, কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন করা এবং কবিতাটি আবৃত্তি করা (অনুশীলনী ৬.১.১৭; একক কাজ)

সেশন: ১

➢ নিজের ভাষায় কবিতা লেখা, কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং কবিতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১; একক কাজ)

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ৮-১৬ লাইনের একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট। কবিতার একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ২৫ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)
- যারা যারা এ সময়ের মধ্যে কবিতা লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ তা যে কোনো ধরনের পরিমার্জন করে পরবর্তী সেশনের আগে চূড়ান্ত করবে ও পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে। একইসাথে ৬.১.২-এ প্রদত্ত প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা কবিতার মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।
- এরপর প্রত্যেকে 'কবিতা' শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। অলংকার ও ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে কবিতা লিখতে দেওয়ার উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয় নিয়ে নিজের আবেগ-অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করার এক ধরনের সৃষ্টিশীল অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে কবিতা লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের কবিতা লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কারো লেখা কবিতা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন। যদি একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও উল্লেখযোগ্য-কিছু কবিতার ভাষায় লিখতে নাও পারে, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ ব্যাহত না করে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ 'পল্লি-মা' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.২; জোড়ায় কাজ)

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে কবিতা তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখাতে

পারো এবং একে অন্যের লিখে আনা কবিতা সম্পর্কে মত দিতে পারো। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা কবিতায় যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।

- এরপর প্রতি দল থেকে ২-৩ জন নিজেদের লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবে। সহপাঠীর আবৃত্তি করা কবিতা সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে আবৃত্তি শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন।)

সেশন: ৩

➢ **‘পল্লি-মা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৩; দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবই থেকে ‘পল্লি-মা’ কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- নীরবে পড়া হয়ে গেলে কয়েকজন কবিতাটি আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির সময়ে শব্দের সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে লক্ষ রাখবে। যারা আবৃত্তি করবে তাদের শব্দের উচ্চারণ বা অন্য যে কোনো ব্যাপারে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে আবৃত্তি শেষে জানাবে। (এক্ষেত্রে শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন এই পরিচ্ছেদের অন্তত একটি কবিতা সরবে আবৃত্তি করার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি শেষে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এছাড়া ইউটিউব বা অন্য যে কোনো অনলাইন মাধ্যম থেকে কবিতাটির উপযুক্ত আবৃত্তি পেলে তাও শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারেন।)
- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.১.২ অনুযায়ী কবিতার অনুপ্রাসের উদাহরণ, উপমার উদাহারণ, লয়ের প্রকৃতি, ছন্দের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **‘পল্লি-মা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৩; দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.১.৩ এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।
- এরপর প্রত্যেকে পাঠ্যবই হতে 'পল্লি-মা' কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো নীরবে পড়ো। ৬.১.২ অনুশীলনীর জন্য যে উত্তর প্রস্তুত করেছিলে তার সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নাও। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৫, ৬

- ➢ 'কবর' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.৪; জোড়ায় কাজ)
- ➢ 'কবর' কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৫; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৭, ৮

- ➢ 'বৃষ্টি' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.৬; জোড়ায় কাজ)
- ➢ 'বৃষ্টি' কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৭; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৯, ১০

- ➢ 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.৮; জোড়ায় কাজ)
- ➢ 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.৯; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১১, ১২

- ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.১০; জোড়ায় কাজ)
- ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা ও কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১১; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১৩, ১৪

- ‘স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.১২; জোড়ায় কাজ)
- ‘স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১৩; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১৫, ১৬

- ‘বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.১.১৪; জোড়ায় কাজ)
- ‘বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.১.১৫; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১৭

- **ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের প্রদত্ত সকল কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই এবং নিজের ভাষায় কবিতা লেখার প্রস্তুতি (অনুশীলনী ৬.১.১৬; একক কাজ ও দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৬.১.১৬ অনুযায়ী প্রত্যেকে এই পরিচ্ছেদের সবগুলো কবিতার নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করো। এ কাজের জন্য প্রতিটি কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠ্যবইয়ে যে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে সেগুলো ভালো করে পড়ে নাও। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- নিজের কাজ শেষে কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলিয়ে নাও। আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে নিজেদের কাজে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করো।

- এরপর যে কোনো একজন কাজটি উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে বাকি সবাই নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামত উল্লেখ করবেন। একইসাথে প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার মাধ্যমে সঠিক উত্তরগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরবেন।

- অনুশীলনী ৬.১.১৭-এর জন্য প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ৮-১৬ লাইনের একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করো। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে চরণের শেষে মিল, পরিবর্তিত শব্দরূপ এবং উপমা ব্যবহার করার চেষ্টা করো। নতুন করে কবিতা না লিখে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে অনুশীলনী ৬.১.১-এর জন্য প্রত্যেকে যে কবিতাটি লিখেছিলে এখন সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- সবাই পরবর্তী সেশনের আগে কবিতাটি চূড়ান্ত করে আনবে কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে।

সেশন: ১৮

➢ নিজের ভাষায় লেখা কবিতা চূড়ান্তকরণ, কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং কবিতাটি আবৃত্তি করা (অনুশীলনী ৬.১.১৭; একক কাজ)

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে কবিতা তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা কবিতা সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা কবিতায় যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে ২-৩ জন নিজেদের লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবে। সহপাঠীর আবৃত্তি করা কবিতা সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে আবৃত্তি শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন কবিতাই লিখুক না কেন প্রত্যেকে যেন কবিতা লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এজন্য প্রত্যেককেই নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ দেবেন।)

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: গল্প

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ হিসেবে গল্পের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা গল্পের সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে এবং নিজের ভাষায় গল্প তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।
সেশন সংখ্যা : ১১
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম: গল্প

- নিজের ভাষায় গল্প লেখা, গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং গল্পের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.২.১; একক কাজ)
- স্বরচিত গল্পের বিষয়বস্তু ও কাহিনি উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া

কার্যক্রম: গল্প পড়ি ১

- ‘অলিখিত উপাখ্যান’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.২; জোড়ায় কাজ)
- ‘অলিখিত উপাখ্যান’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৬.২.৩; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম গল্প: পড়ি ২

- ‘আকাশপরি’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.৪; জোড়ায় কাজ)
- ‘আকাশপরি’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৬.২.৫; দলীয় কাজ)

কার্যক্রম গল্প: পড়ি ৩

- ‘নিমগাছ’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.৬; জোড়ায় কাজ)
- ‘নিমগাছ’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৬.২.৭; দলীয় কাজ)

➢ নিজের ভাষায় লেখা গল্প চূড়ান্তকরণ, গল্প সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন করা এবং গল্পটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৬.২.৮; একক কাজ)

সেশন: ১

➢ **নিজের ভাষায় গল্প লেখা, গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং গল্পের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.২.১; একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করো। এ কাজের জন্য সময় ৩০ মিনিট। গল্পের একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)
- যারা যারা এ সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ তা যে কোনো ধরনের পরিমার্জন করে পরবর্তী সেশনের আগে চূড়ান্ত করবে ও পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে। একইসাথে ৬.২.১-এর প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা গল্পের মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।
- এরপর প্রত্যেকে 'গল্প কী' শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। গল্পের বিষয়বস্তু, কাহিনি, আয়তন, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে গল্প লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ ব্যক্তি/ বস্তু/ বিষয় নিয়ে নিজের আবেগ-অনুভূতি গল্পের ভাষায় প্রকাশ করার এক ধরনের সৃষ্টিশীল অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে গল্প লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের গল্প লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কারো লেখা গল্প নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন। যদি একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও উল্লেখযোগ্য-কিছু গল্পের ভাষায় লিখতে নাও পারে, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ ব্যাহত না করে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ স্বরচিত গল্পের বিষয়বস্তু ও কাহিনি উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে গল্প তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা গল্প সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা গল্পে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা গল্পের কাহিনি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা গল্পের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা গল্পের অংশবিশেষ, এর কাহিনি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্প সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন গল্পই লিখুক না কেন প্রত্যেকে যেন গল্প লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এজন্য প্রত্যেককেই নিজের লেখা গল্প সম্পর্কে উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন।)

সেশন: ৩

➢ ‘অলিখিত উপাখ্যান’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.২; জোড়ায় কাজ)

১ম ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদেরনিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘অলিখিত উপাখ্যান’গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ১০ মিনিট। পুরো গল্প এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- এরপর আমি গল্প থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে নির্ধারণ করে দেবো এবং তারা ঐ অংশগুলো সরবে পাঠ করবে। যাদেরকে সরব পাঠ করতে বলা হবে তারা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই ভালোভাবে শুনতে পায়। (এক্ষেত্রে শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন এই পরিচ্ছেদের গল্পগুলোর অংশবিশেষ অন্তত একবার করে সরবে পাঠ করার সুযোগ পায়।)
- সরব পাঠের সময়ে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।

২য় ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.২.২ অনুযায়ী 'অলিখিত উপাখ্যান' গল্পের কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **'অলিখিত উপাখ্যান' গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৬.২.৩; দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.২.৩ এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৫, ৬

➢ 'আকাশপরি' গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.৪; জোড়ায় কাজ)

➢ 'আকাশপরি' গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৬.২.৫; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৭, ৮

- ‘নিমগাছ’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.৬; জোড়ায় কাজ)
- ‘নিমগাছ’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা (অনুশীলনী ৬.২.৭; দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৯

- ‘নিমগাছ’ গল্পটির নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.২.৮; জোড়ায় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১০

- ‘নিমগাছ’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নিজের ভাষায় গল্প লেখার প্রস্তুতি (অনুশীলনী ৬.২.৯; দলীয় কাজ)

১ম ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন এবং নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.২.৯-এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ:

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের একটি গল্প লিখবে। গল্পের বিষয়বস্তু,

কাহিনি, আয়তন, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে এটি লিখবে। নতুন করে গল্প না লিখে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে অনুশীলনী ৬.২.১-এর জন্য প্রত্যেকে যে গল্পটি লিখেছিলে এখন সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।

- সবাই পরবর্তী সেশনের আগে গল্পটি চূড়ান্ত করে আনবে, গল্পের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পরবর্তী সেশনে এটি উপস্থাপন করবে।

সেশন: ১১

➢ নিজের ভাষায় লেখা গল্প চূড়ান্তকরণ, গল্প সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং গল্পটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৬.২.৮; একক কাজ)

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে গল্পটি তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা গল্পটি সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা গল্পে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা গল্পের কাহিনি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা গল্পের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা গল্পের অংশবিশেষ, এর কাহিনি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্প সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন।)

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: প্রবন্ধ

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রবন্ধের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা প্রবন্ধের সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে এবং নিজের ভাষায় প্রবন্ধ তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।
সেশন সংখ্যা : ৫
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা, প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং প্রবন্ধের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.৩.১; একক কাজ)
- স্বরচিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া
- 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটির নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং প্রবন্ধের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.৩.২; জোড়ায় কাজ)
- 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করাও নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি (অনুশীলনী ৬.৩.৩; দলীয় কাজ)
- নিজের ভাষায় লেখা প্রবন্ধ চূড়ান্তকরণ, প্রবন্ধ সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং প্রবন্ধটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন (অনুশীলনী ৬.৩.৪; একক কাজ)

সেশন: ১

- **নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা, প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং প্রবন্ধের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.৩.১; একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করো। এ কাজের জন্য সময় ৩০ মিনিট। প্রবন্ধের একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)
- যারা যারা এ সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ তা যে কোনো ধরনের পরিমার্জন করে পরবর্তী সেশনের আগে চূড়ান্ত করবে ও পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন

করবে। একইসাথে ৬.৩.১-এর প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা প্রবন্ধের মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।

- এরপর প্রত্যেকে 'প্রবন্ধ কী' শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ ব্যক্তি/ বস্তু/ বিষয় নিয়ে নিজের চিন্তা ও মতামত প্রবন্ধের ভাষায় প্রকাশ করার এক ধরনের সৃষ্টিশীল অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের প্রবন্ধ লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কারো লেখা প্রবন্ধ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন। যদি একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধের ভাষায় লিখতে নাও পারে, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ ব্যাহত না করে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ স্বরচিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে প্রবন্ধ তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা প্রবন্ধ সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা প্রবন্ধে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা গল্পের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা প্রবন্ধের অংশবিশেষও এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন প্রবন্ধই লিখুক না কেন, প্রত্যেকে যেন প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এজন্য প্রত্যেককেই তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন।)

সেশন: ৩

➢ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং প্রবন্ধের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.৩.২; জোড়ায় কাজ)

১ম ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ১০ মিনিট। পুরো লেখা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- এরপর আমি প্রবন্ধের কিছু অংশ কয়েকজনকে নির্ধারণ করে দেবো এবং তারা ঐ অংশগুলো সরবে পাঠ করবে। যাদেরকে সরব পাঠ করতে বলা হবে তারা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই ভালোভাবে শুনতে পায়।
- সরব পাঠের সময়ে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।

২য় ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.৩.২ অনুযায়ী 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, তথ্য-উপাত্ত, ধরন, ভাষা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা ও নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি নেওয়া (অনুশীলনী ৬.৩.৩; দলীয় কাজ)

১ম ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.৩.৩-এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতি দল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ:

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের একটি গল্প লিখবে। প্রবন্ধ লেখার সময়ে প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রাখবে। নতুন করে প্রবন্ধ না লিখে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে অনুশীলনী ৬.৩.১-এর জন্য প্রত্যেকে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলে এখন সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- সবাই পরবর্তী সেশনের আগে প্রবন্ধটি চূড়ান্ত করে আনবে, এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করবে এবং পরবর্তী সেশনে এটি উপস্থাপন করবে।

সেশন: ৫

➢ নিজের ভাষায় লেখা প্রবন্ধ চূড়ান্তকরণ, প্রবন্ধ সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং প্রবন্ধটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৬.৩.৪; একক কাজ)

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে প্রবন্ধটি রচনা করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা প্রবন্ধ সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা প্রবন্ধে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা প্রবন্ধের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা প্রবন্ধের অংশবিশেষও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন।)

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: নাটক

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ হিসেবে নাটকের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা নাটকের সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে, নিজের ভাষায় নাটক তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপন।
সেশন সংখ্যা : ৬
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- নিজের ভাষায় নাটক লেখা, নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং নাটকের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.৪.১; দলীয় কাজ)
- দলীয় কাজের মাধ্যমে রচিত নাটকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং অন্য সহপাঠীদের মতামত নেওয়া
- 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকটির নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং নাটকের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.৪.২; জোড়ায় কাজ)
- 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নাটকটি অভিনয় করার প্রস্তুতি নেওয়া (অনুশীলনী ৬.৪.৩; দলীয় কাজ)
- 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৬.৪.৪; দলীয় কাজ)

সেশন: ১

- **নিজের ভাষায় নাটক লেখা, নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং নাটকের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা (অনুশীলনী ৬.৪.১; দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সদস্যের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রতি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে কোনো বিষয়ের উপর ২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি নাটক লেখার চেষ্টা করো। নাটকে কয়টি চরিত্র থাকবে, কাহিনি কেমন হবে, এর শুরু ও শেষে কী থাকবে তা আগেই আলোচনা করে নাও। এ কাজের জন্য সময় ৩৫ মিনিট। নাটকের একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)
- যেসব দলে সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ এ পর্যায়ে রাখো। নিজেদের মধ্যে পুনরায় আলোচনা করে লেখাটিতে যে কোনো পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন

করবে। একইসাথে ৬.৪.১-এর প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা নাটকের মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।

- এরপর প্রত্যেকে 'নাটক কী' শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

শিক্ষার্থীদের নাটক লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ ব্যক্তি/ বস্তু/ বিষয় নিয়ে নিজের চিন্তা ও মতামত নাটকের ভাষায় প্রকাশ করার এক ধরনের অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে নাটক লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের নাটক লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কোনো দলের লেখা নাটক নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন।

সেশন: ২

➢ **দলীয় কাজের মাধ্যমে রচিত নাটকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা এবং অন্য সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।**

পূর্বের সেশনে গঠিত দলগুলোকে নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রতিদল গত সেশনে নাটকটি যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ এখন তা চূড়ান্ত করবে। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- যদি কোনো দল ইতোমধ্যেই নিজেদের নাটক চূড়ান্ত করে ফেলো তাহলে তারা নিজেদের নাটকের কাহিনি, বিষয়বস্তু ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করবে। একইসাথে নাটক থেকে ৭-৮টি সংলাপ পাঠ করে শোনাবে। এক দলের নাটক নিয়ে উপস্থাপন শেষে অন্য দলের সদস্যরা এর বিষয়বস্তু ও কাহিনি নিয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে।
- এভাবে প্রতি দল ক্রমান্বয়ে নিজেদের নাটকটি উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা মতামত দেবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক দল নিজেদের লেখা নাটক সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। প্রয়োজনে পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনের সুযোগ রাখবেন।)

সেশন: ৩

➢ **'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকটির নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং নাটকের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা (অনুশীলনী ৬.৪.২; জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ১০ মিনিট। পুরো লেখা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- এরপর আমি নাটকের কিছু অংশ কয়েকজনকে নির্ধারণ করে দেবো এবং তারা ঐ অংশগুলো সরবে পাঠ করবে। যাদেরকে সরব পাঠ করতে বলা হবে তারা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই ভালোভাবে শুনতে পায়।
- সরব পাঠের সময়ে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।

২য় ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.৪.২ অনুযায়ী 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্য এবং নাট্যকারের মনোভাব সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নাটকটি অভিনয় করার প্রস্তুতি নেওয়া (অনুশীলনী ৬.৪.৩; দলীয় কাজ)**

১ম ধাপ:

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.৪.৩-এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।

- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনের সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অল্প সদস্যের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন এবং নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রতি দল ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে নাটকের একটি অংশ অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। দলের সদস্যরা মিলে সিদ্ধান্ত নেবে নাটকের কোন অংশ নিয়ে এবং কে কী চরিত্রে অভিনয় করবে।
- নাটক অভিনয়ের জন্য বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক নয়। স্কুলের পোশাকেই নাটকটি উপস্থাপন করতে পারবে। উপস্থাপনের সময়ে বই দেখে সংলাপ বলা যাবে।

সেশন: ৫, ৬

➢ ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা (অনুশীলনী ৬.৪.৪; দলীয় কাজ)

এ সেশনে প্রতি দল ক্রমান্বয়ে নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। একেক দলের উপস্থাপন শেষে চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ উপস্থাপন, নাটকের কাহিনি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে অন্য দলের সদস্যরা মত প্রদান করতে পারবে।

শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপনের কাজটি ভালোভাবে করতে পারবে, তা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করতে দেওয়ার উদ্দেশ্য—সংলাপ ও চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি উপস্থাপন করতে পারা। তারা যেন আনন্দ পায় এবং নিজেদের অভিনয় দেখে নিজেরাই উৎসাহী হয়, সেটিও এ কাজের লক্ষ্য। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

সপ্তম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: আলোচনা করি, ভিন্নমত বিবেচনায় নিই

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারে এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ভুলকে সংশোধন করে উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : সরব পাঠ, নীরব পাঠ, ছোটো ও বড়ো দলে আলোচনা ও উপস্থাপন, মত বিনিময় ও লেখা।
সেশন সংখ্যা : ৫
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ৭ম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করা (৭.১)
- আলোচনা-সমালোচনা করা
- বই/গল্প/কবিতা নিয়ে আলোচনা করা (৭.২)

সেশন: ১

- **অনুশীলনী ৭.১ থেকে পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ (নীরব পাঠ, ছোটো দলে আলোচনা, উপস্থাপন, মতামত বিনিময়)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে যে নমুনা গল্প আছে, প্রত্যেকে তা নীরবে পড়ো। গল্প পড়ার জন্য সময় ৫ মিনিট।
- এলাকা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব ব্যক্তির নাকি কর্তৃপক্ষের—এ ব্যাপারে নিজের যুক্তিগুলো পয়েন্ট আকারে তোমার খাতায় লেখো।
- তোমরা এবার তোমাদের যুক্তিগুলো ছোটো ছোটো ২-৪টি দলে উপস্থাপন করো এবং ভিন্নমত থাকলে তা আলোচনা করো।
- উপস্থাপন শেষে তোমার বন্ধুরা তাদের কোনো ভিন্নমত থাকলে তা ব্যক্ত করবে এবং তুমি তোমার যুক্তি সঠিক মনে হলে তাদেরকে তোমার অভিমতটি পুনরায় ব্যাখ্যা করবে এবং এরপর যদি মনে হয় তোমার যুক্তিতে ভুল ছিল তাহলে তা সংশোধন করে পুনরায় প্রকাশ করবে।
- নিজেদের ছোটো দলে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাবে। যেই সিদ্ধান্ত তোমার যুক্তিসংগত মতামত এবং বন্ধুদের যুক্তিসংগত ভিন্নমত সবগুলোকেই একত্র করে বইয়ে গল্পের নিচের প্রশ্ন-উত্তর গুলোর উত্তর লিখবে এবং ছকটি পূরণ করবে।

- প্রতি দল থেকে একজন এসে পুরো ক্লাসের উদ্দেশ্য আলোচনা করবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। এই অংশের কাজটি পুরো অধ্যায়ের শিখনের জন্য একটি ভিত্তি স্বরুপ তাই শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজের যুক্তিগুলো উপস্থাপন করার সুযোগ পায় এবং ভিন্নমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ আলোচনা-সমালোচনা করা (সরব পাঠ, নীরব পাঠ, ছোটো দলে আলোচনা, মতামত বিনিময়)

শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে নেবেন 'আলোচনা-সমালোচনা' অংশটি সরবে পাঠ করার জন্য, বাকিরা নীরবে পাঠ করবে। কার্যক্রমটি করার জন্য শিক্ষক নিম্নের নির্দেশনা দেবেন:

- আজকে আমরা 'আলোচনা-সমালোচনা' অংশটি পড়ব, তোমাদের মধ্যে একজন আমাদের সকলের জন্য পাঠ করে শোনাও।
- আলোচনা-সমালোচনা করার সময়ে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখার কথা এখানে বলা আছে। তোমরা নিজেদের মধ্যে ৫-৬ জনের একটি করে ছোটো দল তৈরি করো।
- এবার ছোটো দলে এই অংশটি পাঠ করে ও বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।
- আলোচনা শেষে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি করে উদাহারণ সৃষ্টি করবে।
- প্রতি দল থেকে একজন উপস্থাপককে নির্বাচন করবে যে কিনা উদাহরণগুলো আলোচনা করবে।
- উদাহরণ শুনে তোমাদের কোনো ভিন্নমত বা প্রশ্ন থাকলে উপস্থাপনের শেষে ৫ মিনিট করে আলোচনা করার সময় পাবে।
- আলোচনা শেষে যদি প্রয়োজন হয় নিজেদের দলের উদাহারণগুলোকে সংশোধন করতে পারবে।

সেশন: ৩

➢ ৭.২ থেকে বই/গল্প/কবিতা নিয়ে আলোচনা করা (ছোটো দল গঠন, সরব পাঠ, শিক্ষকের আলোচনা, কুইক কুইজ)

এই কার্যক্রমটির জন্য শিক্ষক নিম্নের নির্দেশনা দেবেন:

- আমরা এই সেশনে একটি বই নিয়ে আলোচনা করব। তাঁর জন্য তোমরা ৩-৪ জনের একটি করে ছোটো দল গঠন করো।
- দল গঠন করে যে কোনো একটি বই/ গল্প/ কবিতা নির্বাচন করো যা তোমরা প্রত্যেকে আগামী ক্লাসে পড়ে আসবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।
- মৌখিক আলোচনা শেষে মূল বক্তব্যগুলো লিখিত আকারে প্রকাশ করবে এবং যার যার দল থেকে একজন শ্রেণিতে তাদের আলোচনাটি পড়ে শোনাবে।
- আজকে আমরা একটি বই নিয়ে কীভাবে আলোচনা করতে হয় তাঁর একটি নমুনা দেখব।

- কয়েকজন এসে 'আগুনের পরশমণি' বইটি নিয়ে লিখিত আলোচনাটি পড়ে শোনাবে।

পড়ে শোনানোর পর, শিক্ষক আলোচনাটি ব্যাখ্যা করবেন এবং বই/গল্প/কবিতা নিয়ে আলোচনা করার সময়ে শিক্ষার্থীরা কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখবে তা শিক্ষক ব্যাখ্যা করে দেবেন। এরপর এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

শিক্ষার্থীদের বই/গল্প/কবিতা পছন্দ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

সেশন: ৪-৫

➢ **বই/ গল্প/ কবিতা নিয়ে আলোচনা করা (ছোটো দলে আলোচনা, বড়ো দলে আলোচনা, মত বিনিময়, লেখার কাজ)**

এই কার্যক্রমটির জন্য শিক্ষক নিম্নের নির্দেশনা দেবেন:

- আজ তোমরা তোমাদের বাছাইকৃত বই/গল্প/কবিতা নিয়ে আলোচনা করবে এবং আলোচনাটি লিখিত ও মৌখিক আকারে সবার সামনে উপস্থাপন করবে। তোমাদের পড়া বই/গল্প/কবিতা নিয়ে দলে আলোচনা করার জন্য সময় পাবে ১৫ মিনিট।
- বই/গল্প/কবিতা নিয়ে একজনের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়ে গেলে অন্যরা পর্যায়ক্রমে তা নিয়ে সমালোচনার সুযোগ পাবে।
- সমালোচনা বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেকে তার আলোচনা সংশোধন করতে পারবে।

শিক্ষক পুরো প্রক্রিয়ায় সঞ্চালক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবেন। তিনিও তাঁর মতামত দেবেন।

গণতন্ত্রের পথে: নব্বইয়ের গণআন্দোলন

দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের সুত্রপাত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর গণতন্ত্রের মুক্তিকামী যোদ্ধা নূর হোসেন তাঁর বুকে ও পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এই শ্লোগান লিখে মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। প্রতিবছর এই দিনটি 'শহিদ নূর হোসেন' দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
নবম শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিদ্যা সজ্জনকে করে বিনয়ী
দুর্জনকে করে অহংকারী

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য